অ্যাসাসিন-X

প্রিয়া চক্রবর্তী

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূ মি কা

হত্যাকারী কে? সে প্রশ্নের উত্তর দিন অতীতের দিকপাল। আমরা আজ যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, অমন মোটাদাগের বিশেষণ তার জন্য আদৌ সুপ্রযুক্ত নয়। তাকে বরং একজন শিল্পী বলা চলে।

আসুন, আলাপ করিয়ে দিই সঞ্জয়ের সঙ্গে। এ নাম কি তার আসল নাম? লেখিকা প্রিয়া চক্রবর্তী সে প্রশ্নের মীমাংসার ভার ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকের কল্পনার ওপরেই।

ছেলেটির সঙ্গে, বয়সে নবীন, তাই ছেলেই বলা চলে, আমার পরিচয় ফেসবুকের কয়েকটি আখ্যানের সূত্রে। সুদর্শন, শিক্ষিত, মার্জিত রুচির এই যুবককে যে কারও ভালো লাগতে বাধ্য। আর সে কারণেই গল্পের ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে বিস্ময় ও আতঙ্কের অভিঘাত আরও জোরালো হয়, যখন পাঠক বুঝতে পারেন এতক্ষণ তাঁর সময় কেটেছে এক পেশাদার খুনির সঙ্গে।

মনে রাখবেন, পেশাদার খুনি। সিরিয়াল কিলার না। খুনের নেশায় খুন করার পাত্র সঞ্জয় নয়। সে আমার-আপনার মতোই পেশাদার। হত্যার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থেই তার গ্রাসাচ্ছাদন চলে। আমার-আপনার মতোই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও কাজ সে করে না।

বাংলা ভাষায় হত্যা-রহস্য বা সিরিয়াল কিলারের গল্প অনেক থাকলেও অ্যাসাসিন বা কন্ট্রাক্ট কিলারের কাহিনি সংখ্যায় কম, সঞ্জয় সেই শূন্যস্থান অনেকটা পূর্ণ করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।

পেশাদার খুনিই যদি হয়, তাহলে লুডলাম, ডালগ্লিশ প্রমুখের সৃষ্ট চরিত্রের থেকে সঞ্জয়ের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য মূলত তার মোডাস অপারেন্ডি তথা কর্মপদ্ধতিতে। শার্লক হোমস একবার তাঁর প্রতিদ্বন্দী মরিয়ার্টির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বলেছিলেন সেই পদ্ধতি বাদাম ভাঙতে শ্রমিকের বিশাল হাতুড়ি ব্যবহারের সঙ্গে তুলনীয়। প্রচুর শক্তির অপব্যবহার হয় বটে, তবে বাদামটা সুনিশ্চিতভাবেই গুঁড়িয়ে যায়। সঞ্জয় কিন্তু এরকম কোনো স্থূল অথবা ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী নয়। স্বনামধন্য জ্যাকাল-এর মতোই প্রচুর গবেষণা করে সে কাজে নামে। নিজের ব্যক্তিত্ব ও নানাবিধ গুণপনাকে কাজে লাগিয়ে ঢুকে পড়ে উদ্দিষ্ট মানুষটির নিজস্ব পরিমণ্ডলে। একান্ত নিরীহ সেজে, সুকৌশলে নিজেকে সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে রেখে ধীরে-ধীরে তার একেবারে কাছে এসে তবেই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। অবশেষে মাহেন্দ্রক্ষণে পৌঁছে ক্ষমতার পরিমিত প্রয়োগ, পরিচ্ছন্নভাবে কার্যোদ্ধারের জন্য ঠিক যেটুকু প্রয়োজন। আর সেই ক্লাইম্যাক্সে এসেই পাঠকও তার

আসল পরিচয় জানতে পারেন এবং জেনে হতচকিত হয়ে পড়েন। সে প্রকৃত শিল্পী, বলেছি না একেবারে শুরুতেই?

এ হেন সঞ্জয়ের ছোটো-বড়ো মিলিয়ে মোট ন'টি কাহিনিকে এই বইয়ে গ্রন্থিত করে বর্তমান প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। পরস্পরের সঙ্গে এই আখ্যানগুলির যোগসূত্রও রয়েছে। আশা রাখি, বেশ কিছু গল্পের অভিনব প্লট এবং অন্তিম মোচড় পাঠককে বিস্মিত ও শিহরিত করবে।

সঞ্জয়ের ভয়ংকর-সুন্দর জগতে তাঁকে স্বাগত!

ঐষিক মজুমদার
কলকাতা

কয়েক বছর আগে বারাসাতে ঘটে যাওয়া কুখ্যাত মুনিয়া কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি! প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামীকে প্রথমে আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়ে প্রায় অচেতন করে তারপর ঠান্ডা মাথায় তার গলা কেটে হত্যা করে সযত্নে ঘরের মেঝে খুঁড়ে মাটির তলায় পুঁতে দিয়েছে স্ত্রী।

সকাল সকাল রোজকার অভ্যেসমতো খবরের কাগজ খুলেই মোটা কালো বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা এরকম অপ্রীতিকর ঘটনা চোখে পড়ায় মনটা বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেল সঞ্জয়ের। খোলা খবরের কাগজটা হাতে নিয়েই জানালার বাইরে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। অজস্র প্রশ্নের ঢেউ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল তার মনে; যেমন, 'তাহলে কি এরই নাম প্রেম?' আরও কত কী তা হয়তো সে নিজেও জানে না। তার শান্ত গভীর চোখদুটো দেখলে যদিও বোঝার উপায় নেই যে তার মনে ভেতর চলতে থাকা ঝড়ের গতিবেগ কত!

তার মতোই নিশব্দে ঘড়ির কাঁটা যে ক'টা ঘর অতিক্রম করেছে, ততক্ষণে সেদিকেও খেয়াল নেই সঞ্জয়ের। সংবিৎ ফিরল একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটায়। ধুলোবালির মতো তার উদাস মনটাও দেয়ালঘড়ির ওপর উড়ে এসে পড়তেই 'এই রে! নাহ্, আর দেরি করলে কিছুতেই চলবে না!' কথাটা মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে খবরের কাগজটা খানিক অবজ্ঞার সঙ্গে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে বাথরুমে ঢুকে পড়ল সে। স্নান সেরে টিপটপ হয়ে নিচে নামতে লাগল আরও মিনিট কয়েক।

***

হোটেলের দশতলার ওপরে ছাদের সঙ্গে লাগোয়া ছোটো ছোটো ঘরগুলোই স্টাফ কোয়ার্টার। সেখানেই থাকে হোটেলের ওয়েটার হিসেবে কর্মরত সঞ্জয়। নিজের পেশায় নতুন না হলেও, এই শহরে সে খুব বেশিদিন নয়। কিছুদিন আগে এক বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে এসেছিল এই নিজাম, চারমিনার, মুক্তো আর বিরিয়ানির শহরে। প্রথম ক'দিন নতুন নতুন আদব কায়দা শিখতে একটু অসুবিধে হলেও বেশিদিন লাগেনি তার এই পুরোনো শহরের প্রেমে পড়তে।

রাত আটটা থেকে দশটা দু'ঘণ্টা হোটেলের পার্টি হল এবং লন বুক করেছেন এখানকার এক বিখ্যাত মুক্তো ব্যবসায়ী, তাঁর পঁচিশতম ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি উপলক্ষ্যে। তারই জোরদার আয়োজন চলছে সকাল থেকে।

মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে চলেছে কর্মব্যস্ত সঞ্জয়। সবদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি। সে হোটেলের ওয়েটার হলেও তার

যোগ্যতা যে অনেক বেশি সেটা এতদিনে লক্ষ করেছে সবাই— হোটেলের কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে ম্যানেজার, স্টাফ হয়ে কাস্টমার পর্যন্ত। সে বারে বারে মুগ্ধ করেছে সবাইকে।

কার্পেটের রং টেবিলে সজ্জিত ফুলদানিতে রাখা অর্কিডের রঙের কাছাকাছি চলে যাওয়ায় কিছুটা বিরক্ত সঞ্জয়। হঠাৎ পিঠে একটা স্নেহের স্পর্শ অনুভব করে পেছন ফিরতেই হোটেলের মালিক জনাব আজগার আলিকে দেখে তার মুখের বিরক্তির ছাপ উবে গিয়ে সেখানে দেখা দিল বিনয়ী হাসিমাখা মুখে লাজুক রক্তিম আভা।

"বেটা, আমার খুব খারাপ লাগছে আজকে তোমাকে এভাবে আটকে রাখতে হচ্ছে বলে! তোমার মা অসুস্থ, এখন তোমার মাথায় অনেক চিন্তা ঘুরছে; সব আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু... কত আগে থেকে এই ইভেন্টের ডেট ফিক্স হয়েছে সেটা তো তুমি জানো! আর এর পুরো দায়িত্ব তুমি সামলাচ্ছ সেই প্রথম থেকেই। তাই পার্টি শেষ হওয়ার আগে তুমি চলে গেলে যে খুব মুশকিল হয়ে যাবে; তোমার দায়িত্বে থাকা কোনো কাজই অন্য কাউকে দিতে আমার ভরসা হয় না! কারণ আমি জানি সেই কাজ আর কেউ শেষ করতে পারবে না তোমার মতো করে। আমার হোটেলে তুমি ওয়েটার হয়ে ঢুকেছ ক'দিন আগে। তাই আমার কিছু করার নেই; কিছুদিন না গেলে তোমাকে প্রোমোশন দিতে পারছি না! সব প্রফেশনে একটা নিয়ম আছে। সেটা মেনে চলতে হয়।

যাই হোক, তোমার টিকিট তো রেডি করে দিয়েছি; পার্টি শেষ হলেই তুমি বেরিয়ে যেয়ো! সব গুছিয়ে রেখেছ আশা করি? আর হ্যাঁ, পৌঁছে গিয়ে আমাকে খবর দিতে ভুলো না যেন! মায়ের শরীর কেমন আছে, ডাক্তার কী বলছে— সব জানাবে ডিটেলে। প্রয়োজনে শহরে এনে চিকিৎসা করাতে হবে। খরচের চিন্তা করবে না একদম। তোমার মা'কে আমরা ঠিক সুস্থ করে তুলব।"

চার পুরুষ ধরে এই শহরের বাসিন্দা হলেও চমৎকার বাংলা বলেন আজগার আলি। বাঙালি পর্যটকের দৌলতেই তাঁকে শিখতে হয়েছে ভাষাটা, কিছুটা ব্যাবসার খাতিরে আর কিছুটা ভালোবেসে। হিন্দি মেশানো উর্দু টানে তাঁর মুখ থেকে ভাঙা ভাঙা বাংলাটা বেশ মধুর শোনায়।

তখনকার মতো সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা শেষ করে গটগট করে ম্যানেজারের কেবিনের দিকে এগিয়ে গেলেন আজগার আলিসাহেব। তাঁর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল সঞ্জয়। জনাবের প্রতি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় মন ভিজে গেল তার।

নেহাত নিষ্ঠুর পরিস্থিতির চাপে পড়ে টাকার প্রয়োজনেই এই পেশায় আসা তার। কিন্তু শিল্পটাই যে তার নেশা। সে যে জাতশিল্পী; সে জন্মেছেই

শিল্পের প্রতি সৃজনশীল হয়ে। তার পরিচিত এবং বন্ধুরা তাকে অনেক কথা বলে; কেউ কেউ তার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে! অনেকের ধারণা সে এই কাজের যোগ্য নয়; চাইলেই সে নাকি অনেক অনেক বড়ো চাকরি জোগাড় করতে পারে, যাতে রোজগার আর সম্মান দুটোই অনেক বেশি।

সঞ্জয় কিন্তু সন্তুষ্ট নিজের কাজে। সে ছোটোবেলা থেকেই জেনে এসেছে কোনো কাজই ছোটো নয়! নিজেকে গড়েপিটে যে-কোনো কাজের যোগ্য করে তোলাটাই মানুষের জীবনের আসল চ্যালেঞ্জ। সঞ্জয় সেই চ্যালেঞ্জ স্বীকার করেছে হাসিমুখে। সে তার পেশার মধ্যে খুঁজে নিয়েছে তার নেশা! তাই তার প্রতিটা কাজেই থাকে শিল্পের ছোঁয়া। আর তাই তার কাজে ঢোকার পর এই হোটেলটার উন্নতির গ্রাফ চড়ছে প্রতিদিন।

আজগার আলিসাহেবকে সঞ্জয় পিতৃসম শ্রদ্ধা করে। সে জানে তিনি নিজেও একজন শিল্পী, সৃজনশীল মনের মালিক। আর সেই জন্যই তিনি সঞ্জয়ের কাজের কদর করেন, তাকে এত স্নেহ করেন। সঞ্জয় অনেক জায়গায় কাজ করেছে, কিন্তু এরকম সুহৃদয় ভালোমানুষ মালিক কোথাও পায়নি। এত বড়ো ব্যবসায়ী হয়েও বিত্তশালী হওয়ার কোনোরকম অহং নেই তাঁর স্বভাবে। তাঁর শুভকামনায় মুখে হালকা হাসি ফুটে ওঠে সঞ্জয়ের। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই তার বুকটা ফুলে ওঠে মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞতায়।

***

পঞ্চাশের চৌকাঠ পার করেছেন মিস্টার কানৌরিয়া আর আন্দাজ পঁয়তাল্লিশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মিসেস কানৌরিয়া। বিয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষেও তাঁরা যেন সদ্যযৌবনা নবদম্পতি।

বিত্তশালী নিমন্ত্রিতদের জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জা আর আলোর রোশনাইতে ভেসে যাচ্ছে হোটেলের লন। গুরু-লঘু রঙিন তরলের নানারকম সুদৃশ্য গ্লাস হাতে ছোটো-বড়ো জটলা যত্রতত্র। সবার নজর উপেক্ষা করে কানৌরিয়া দম্পতি আজ আবার যেন নতুন করে প্রেমে পড়ছেন একে অপরের। দু'জন দু'জনের মুঠোবন্দি হাত যেন কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে চাইছেন না আজ।

মিস্টার কানৌরিয়া স্ত্রী'র হাত ধরে লনের একদিকে সুসজ্জিত প্ল্যাটফর্মটার ওপর উঠে দাঁড়াতেই চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অতিথিরা নিজেদের খাওয়া-দাওয়া-গল্পে বিরতি দিয়ে মন দিল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো দম্পতির দিকে। পকেট থেকে একটি ছোট্ট বাক্স বার করে সযত্নে সেটা খুলতেই চারিদিকে ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইটে আংটির ওপরে বসানো কাবুলি ছোলার সাইজের নীলচে হিরেটা ঝলমলিয়ে উঠল। আংটিটা পরিয়ে দিয়ে

মিস্টার কানৌরিয়া নিজের ওষ্ঠ রাখলেন মিসেস কানৌরিয়ার অধরে। চারদিক ভেসে গেল হাততালির বন্যায়।

সঞ্জয় এতদিনে বুঝেছে পকেটের মাপের সঙ্গে পরিবর্তনশীল সমাজের ছবিগুলো। এত জাঁকজমক দেখেই হয়তো তার মনটা কেমন মুচড়ে ওঠে পামেলার জন্য। হয়তো আর পাঁচজনের মতো সে'ও মনে মনে ভাবে, আজ টাকা থাকলে হয়তো তারও অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের ছবিটা অন্যরকম হত, হয়তো...! চারিদিকের হইচই আর আনন্দময় পরিবেশে ভাবনাটা শেষ করতে পারে না সে। তার স্বভাবগত সারল্য নিমেষেই ঢেকে দেয় চোখেমুখে ফুটে ওঠা হতাশার গভীর রেখাগুলোকে।

***

কড়া নিয়ম ও পরিমার্জিত খাদ্যতালিকা মেনে চলা বড়োলোকদের খাবার-দাবারের বাড়াবাড়ি রকম আয়োজন দেখে বিরক্তি লাগে সঞ্জয়ের। স্টার্টারে থাকা চিকেন তন্দুরি, হরিয়ালি কাবাব, রেশমি কাবাব, চিকেন টিক্কা, চিকেন সিক্সটি-ফাইভ, হাক্কা চিলি চিকেন, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান, মটন বল, ফিশ বল, পনির ও সুইটকর্নের রকমারি আইটেম ছাড়াও রয়েছে আরও কত কী! সব আইটেমেরই বেশিরভাগটা পড়ে রইল টেবিলে টেবিলে সাজিয়ে রাখা পাত্রগুলোতে। অনেক কিছুর নাম এখনও ঠিকমতো ধাতস্থ হয়নি সঞ্জয়ের। তাই সে মন দিয়ে শেখার চেষ্টা করে তার অজানা আইটেমের নতুন নতুন নামগুলো।

পার্টি শেষ হতে আর বেশি সময় বাকি নেই, তাই সবার মনোযোগ দিয়েছে মেইন কোর্সে। লনের চারিদিকে টেবিলে সাজানো খাবারের আইটেমের সংখ্যা, পার্টিতে উপস্থিত অতিথিদের থেকেও বেশি। তার মধ্যে মুখ্য আকর্ষণ আজগার আলির স্পেশাল বিরিয়ানি।

আজগার আলিসাহেবের ব্যাবসার মূল আমদানি হয় এই বিরিয়ানি থেকেই। কারণ, হায়দ্রাবাদের প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি তৈরি হয় তাঁর হেঁশেলেই। পার্টিতে আসা ভিআইপি নিমন্ত্রিতদেরও একটা সময় দেখা গেল বিরিয়ানির কাউন্টারে। অনেকেই 'খাব না, খাব না' করেও বিরিয়ানির প্লেট হাতে খাবারের স্বাদ উপভোগ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারেননি। হোটেলের ম্যানেজার লতিফ নিজে তদারকি করছে কানৌরিয়া দম্পতির স্পেশাল টেবিলে। সঞ্জয় অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছে মিস্টার কানৌরিয়াকে। ভদ্রলোককে সঞ্জয়ের বেশ মনে ধরেছে। মানুষের অনেক ছোটো ছোটো আচরণ থেকেই যে তাদের প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, সেটা সে শিখেছে বিগত কয়েক বছরের কর্মজীবনে। তাই কোনোরকম ভুল না করে সঞ্জয়ের শিল্পী চোখ চিনে ফেলে সৎ, সরল এবং একজন দক্ষ শিল্পী মনের

মানুষগুলোকে। স্ত্রী'র প্রতি তার বাৎসল্যপূর্ণ আচরণে কখন যেন মিষ্টি হাসি মেখেছে সঞ্জয়ের ঠোঁটেও। তখনই হঠাৎ ডাক পড়ল সেদিক থেকে। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে একটু চমকে গেল সঞ্জয়। সে কোনো ভুল করে ফেলেনি তো? কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে সটান এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মিস্টার কানৌরিয়ার সামনে, ডানহাতটা বুকের বামদিকে রেখে খানিকটা ঝুঁকে সম্ভ্রমসূচক অভিবাদন জানানোর পর হাতদুটো পেছনে নিয়ে বিশ্রামে দাঁড়াল। সঞ্জয় লক্ষ করল ভদ্রলোকের মুখে তখনও লেগে স্মিত হাসি।

একনজরে বুকের নেমপ্লেটটা দেখে নিয়ে মিস্টার কনৌরিয়া বললেন, "তোমার দিকে অনেকক্ষণ থেকে নজর রাখছি আমি। ঠিক ইচ্ছে করে নয়, বলতে পারো তুমিই কিছুটা বাধ্য করেছ আমায়! তোমার চোখমুখ, আচরণ দেখে আমার জহুরির চোখ চিনে ফেলেছে যে তুমি একটি আসলি মোতি। তুমি এই কাজের জন্য পৃথিবীতে আসোনি যে কাজ তুমি করছ! আমার পার্ল অর্নামেন্ট ফ্যাক্টরিতে তোমার মতো মোতির চমক আরও নিখরে বেরোবে। অনেক সুযোগ পাবে সেখানে নিজের হুনর দেখানোর। তুমি রাজি থাকলে আজগারের সঙ্গে কথা বলে নেব আমি। আমি বললে ও ঠিক রাজি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, ওর মতো ভালোমানুষ কারও ভালো হতে দেখলে আপত্তি করবে না, বরং খুশি হবে।"

মিস্টার কানৌরিয়ার প্রস্তাবে আনন্দে বুকটা ভরে উঠল সঞ্জয়ের। এই শুভ মুহূর্তগুলির জন্য বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল সে। এ শহরে এসে সে এত অল্প সময়ের মধ্যেই সে বেশ কিছু এমন মানুষের সান্নিধ্যে এল যারা তার ভেতরে থাকা শিল্পীসত্তাকে চিনতে পেরেছে। সেই শিল্প-মননের সম্মান করেছে।

"আর একটু খাও প্লিজ, দেখো, সব তোমার পছন্দের আইটেম। জানো জান, কত কষ্টে মনে করে করে মেনু ফাইনাল করার সময় সেইসব খাবারগুলোর নাম বলেছি আমি যেগুলো তুমি খেতে ভালোবাসতে!"

"না ডার্লিং, আর না। তুমি তো জানোই আমি আর আগের মতো বেশি খেতে পারি না! তা ছাড়া আমাকে তো ইয়াং থাকতে হবে আরও অনেকদিন, তা'ই না?"

এই পর্যন্ত বলেই হা হা হা করে হেসে উঠলেন মিস্টার কনৌরিয়া। যদিও তার মেজাজটা হাসিখুশি রইল না বেশিক্ষণ। হঠাৎই তাঁর মুখে চিন্তার মেঘ দেখা দিল। মুখের হাসি সরিয়ে ভ্রু'দুটো কুঁচকে স্ত্রী'র দিকে মনোনিবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু ডিসেলভা এখনও এল না কেন বলো তো? পার্টি তো শেষ হতে চলল!"

স্বামীর প্রশ্নে মুখে একটু কপট রাগ আর বিরক্তি ফুটিয়ে মিসেস কানৌরিয়া বললেন, "সত্যি... তোমার না আজকাল কিছুই মনে থাকে না!

ব্যাঙ্গালোরে আর্জেন্ট ডেলিভারিটার কথা ভুলে গেলে বেমালুম? তোমার কথাতেই তো ও নিজে গেল ডেলিভারি দিতে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও!"

"আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ... তাই তো!" একটু লজ্জা পেয়ে দাঁত দিয়ে খানিকটা জিভ কেটে নিয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মিস্টার কানৌরিয়া বললেন, "কী আর করতাম, বলো! ওর পরিচিত কাস্টমারের আর্জেন্ট অর্ডার যখন! তা ছাড়া অন্য কাউকে পাঠাতে পারলে কি আর ওকে পাঠাতাম?"

একটু বিষণ্ণ মুখে কথাক'টা শেষ করেই ফিরে গেলেন আগের মেজাজে। চোখে দুষ্টুমি মেখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা ছাড়া তোমার জন্য তো আমি নিজেকেও ভুলে গেছি, ডার্লিং!"

একে অপরের দুষ্টুমিতে আর ছেলেমানুষিতে পাহাড়ি ঝরনার মতো খিলখিলিয়ে খানিকটা হেসে আবার খাওয়ায় মন দিলেন মিসেস কানৌরিয়া।

"সালানটা দারুণ হয়েছে! একটু খেয়ে দেখো বিরিয়ানির সঙ্গে, প্লিজ!"

"ওহো... আমার ভালো লাগে না খেতে, তুমি কেন এত জোর কর? আচ্ছা বেশ, আমি বরং রায়তা দিয়ে খাচ্ছি একটু!"

"আরে বাবা ওটা তো রোজই খাও... "

"তুমি তো খুব ভালো করেই জানো, ডারলো, তুমি ছাড়া এই একটা জিনিসের প্রতি আমার চরম দুর্বলতার কথা!"

"এই, গোলমরিচ খাবে না কিন্তু! তোমার বেশ ক'দিন ধরে অ্যালার্জি হচ্ছে বলে ডাক্তার কিন্তু একদম বারণ করেছে।"

"প্লিজ জান, আজকে একটু খেতে দাও! দেখো... তোমায় আমি ডায়মন্ড রিং দিলাম; কিন্তু তার বদলে তুমি আমায় কিছুই দাওনি অ্যানিভার্সারি উপলক্ষ্যে! বাড়িতে রোজ গোলমরিচ ছাড়া রায়তা খাওয়াচ্ছ ঠিক আছে, কিন্তু আজকে একটু ছাড় দাও, প্লিজ সোনা! মনে করো এটাই আমার অ্যানিভার্সারি গিফ্‌ট!"

"আচ্ছা বাবা আচ্ছা, অল্প করে খাও। আমি তো জানি তোমাকে। কিছু বারণ করলে তুমি বেশি করে করবে! তোমার ছেলেমানুষি আর গেল না!" কথাগুলো বলেই মুচকি হাসলেন মিসেস কানৌরিয়া।

ম্যানেজার অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় এখন এই টেবিলের সুবিধে-অসুবিধের দিকে খেয়াল রাখছে সঞ্জয়। এক চামচ রায়তা মুখে দিয়ে প্রশংসাসূচক ভ্রু নাচিয়ে টেবিলে থাকা ছোট্ট সুদৃশ্য আফগানিস্তানের তৈরি শ্বেতপাথরের গোলমরিচদানি থেকে খানিকটা গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে নিলেন নিজের বাটির রায়তার ওপর। তারপর তৃপ্তি করে সেটা খেয়ে, খালি বাটিটা টেবিলে রেখে উঠে পড়লেন মিস্টার কানৌরিয়া।